জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়

১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

securitydepartment@janatabank-bd.com

ফোনঃ ০২-৯৫৭৫২৭৭,
৫৫১১০০১২
পি.এবি.এক্স নং-৫০১

সূত্রঃ সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৬/২০২১ (গ্রেড:১-৪:৮০৬/কর্পো:১-৩০/কর্পো:২-৭৯/স্পে.কর্পো:-২/শাখা-৯১৭) তারিখঃ ০৪ মে ২০২১ খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক/উপ- মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক
বিভাগীয় কার্যালয়/লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/কর্পোরেট শাখা
এরিয়া অফিস / সকল শাখা
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ জনিত কারণে লকডাউন চলাকালীন আগামী ১০ মে ২০২১ খ্রিঃ পবিত্র শব-ই-ক্বদর, এবং ১৩, ১৪, ১৫ মে সাপ্তাহিক ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে এক নাগাড়ে ০৩ (তিন) দিন ছুটিতে ব্যাংকের শাখাসমূহের ভল্ট, লকার, এটিএম বুথসহ ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

কোভিড-১৯ জনিত কারণে লকডাউন চলাকালীন আগামী ১০ মে ২০২১ খ্রিঃ পবিত্র শব-ই-ক্বদর, এবং ১৩, ১৪, ১৫ সাপ্তাহিক ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে এক নাগাড়ে ০৩ (তিন) দিন ছুটিতে ব্যাংকের শাখাসমূহের ব্যাংকের শাখা ও অফিস বন্ধ থাকবে। এ সময় সারা পৃথিবীব্যাপি করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর মহামারীতে পর্যুদস্ত। বাংলাদেশও তার বাহিরে নয়। এছাড়াও আমাদের দেশে লকডাউন চলছে। লকডাউনের মধ্যে ঈদের ছুটিকালীন সারা দেশে বাহিরে প্রায় জনশুন্য থাকবে। পবিত্র ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।এই বন্ধে প্রতারণাকারী/ডাকাত/চোর গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।তাই নিরাপত্তা বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পুলিশ প্রশাসন এবং ফায়ার ষ্টেশন (০২২২ এবং ৩৩৫৫৫৫৫ নাম্বার সমগ্র বাংলাদেশ থেকে) থেকেও নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনে যেকোন সময় সর্বাত্মক সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। ছুটিকালীন ব্যাংকের শাখা ও অফিসে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাংক গার্ড/নিরাপত্তা কর্মীদের অবহেলা কিংবা অসতর্কতার কারণে অফিস/শাখায় বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনা যেমন-আগুন, চুরি/ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং আপনাদের শাখা/নিয়ন্ত্রনাধীন শাখা সমূহের ভল্টে রক্ষিত নগদ অর্থ, লকারে রক্ষিত মূল্যবান সম্পদ, এটিএম বুথের নিরাপত্তাসহ ব্যাংকের যাবতীয় সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ-

০১. শিরোনামোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫; তারিখ-২২ মার্চ ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৮, তারিখ-৩১ জানুয়ারী ২০২১ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৩, তারিখ-২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ যথাযথ ভাবে পরিপালন করতে হবে ।

০২. অগ্নি প্রতিরোধ সংক্রান্ত পোস্টার মোতাবেক সকল পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। সে লক্ষ্যে শাখার এলার্ম বেল/ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র কার্যকর রাখতে হবে।

০৩. **আবশ্যিকভাবে সেইফ লিমিট এর মধ্যে শাখার ক্যাশ সংরক্ষণ করতে হবে। টেলিফোন/পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে শাখার সীমাতিরিক্ত ক্যাশ সংশ্লিষ্ট ক্যাশ ফিডিং শাখায় স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।**

০৪. যদি বিশেষ কারনে কোন শাখা খোলা হয়, তাহলে সে সকল শাখায় ক্যাশ কাউন্টারের অভ্যন্তরে যাতে নির্ধারিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্যাশ কাউন্টারের দরজায় **"সর্ব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ"** কথাটি লিখা থাকতে হবে এবং দরজা সমসময় বন্ধ থাকবে।

০৫. দীর্ঘ বন্ধ থাকাকালীন কোন শাখার ব্যবস্থাপক/সেকেন্ড অফিসার/ক্যাশ অফিসার (কী হোল্ডার) কেহই যেন ষ্টেশন ত্যাগ না করে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

০৬. **শাখা ও শাখা সংশ্লিষ্ট এটিএম বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয় কর্তৃক ব্যাংক গার্ড/নিরাপত্তা কর্মীদের ডিউটি তদারকীর ব্যবস্থা গ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। শাখা প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বন্ধকালীন যথানিয়মে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাংক গার্ড/নিরাপত্তা কর্মীদের ডিউটি সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা আকস্মিকভাবে তদারকী করতে হবে। এরিয়া ও বিভাগীয় অফিস তাদের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টীম দ্বারা শাখা/অফিস ও এটিএম বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাংক গার্ড/নিরাপত্তা কর্মীদের ডিউটি তদারকী সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যথাযথ ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং গঠিত টীমের সদস্যদের নাম এবং মোবাইল নম্বর অত্র দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।**

০৭. রোটেশনের মাধ্যমে শাখা ও এটিএম বুথে কর্মরত ব্যাংক গার্ড/ নিরাপত্তা কর্মীদের ডিউটি বন্টনসহ ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। গার্ড/ নিরাপত্তা কর্মীদের নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী ডিউটি পালন করতে পারবে না। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

০৮. লাঞ্চ/ডিনার কিংবা চা-নাস্তা খাবার সংগ্রহ/ক্রয়ের অজুহাতে ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীরা ডিউটিকালীন ব্যাংকের বাইরে হোটেল/রেস্তোরা বা বাসায় গমন করতে পারবে না। প্রয়োজনে ডিউটিতে নিয়োজিত হবার পূর্বেই খাবারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অন্যদের দেয়া কোন খাবার গ্রহন করা যাবে না। অজ্ঞান পার্টি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীরা ব্যাংকের প্রতিবেশী বা অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ/আলাপ থেকে বিরত থাকবে এবং এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হতে খাবার/পানীয় গ্রহন করা সম্পূর্ন নিষিদ্ধ থাকবে। এতে খাবারে বিষ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মিশ্রনের ফলে অচেতন হওয়ার পর দূর্ঘটনার আশংকা থাকে।

০৯. ব্যাংক গার্ড/ নিরাপত্তা কর্মীদের ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে যে কোন বন্ধ বা ছুটিকালীনসহ অন্যান্য সকল সময় একইভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অফিস সময়ের পরে এবং বন্ধের দিনে ব্যাংক গার্ড/ নিরাপত্তা কর্মীদের আত্নীয় স্বজন/বন্ধু-বান্ধব তার সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে বা অন্য কোন কারনে বহিরাগত কাউকেই শাখার ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

১০. শাখার এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘ/স্বল্প ছুটির সময় এবং প্রতিনিয়ত তাদের সাথে লিখিত এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে শাখার নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট থানা/আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/ফায়ার সার্ভিস এর ফোন ও মোবাইল নম্বর শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোবাইলে সেইভ করে রাখতে হবে। আপদকালীন তাৎক্ষনিক যোগাযোগের জন্য এ ধরনের প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে সাইনবোর্ড আকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

চলমান পাতা-২

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
securitydepartment@janatabank-bd.com

ফোনঃ ০২-৯৫৭৫২৭৭, ৫৫১১০০১২
পি.এবি.এক্স নং-৫০১

সূত্রঃ সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৬/২০২১ (গ্রেড:১-৪:৮০৬/কর্পো:১-৩০/কর্পো:২-৭৯/স্পে.কর্পো:-২/শাখা-৯১৭) তারিখঃ ০৪ মে ২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ জনিত কারণে লকডাউন চলাকালীন আগামী ১০ মে ২০২১ খ্রিঃ পবিত্র শব-ই-ক্বদর, এবং ১৩, ১৪, ১৫ মে সাপ্তাহিক ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে এক নাগাড়ে ০৩ (তিন) দিন ছুটিতে ব্যাংকের শাখাসমূহের ভল্ট, লকার, এটিএম বুথসহ ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে।

শাখার নিরাপত্তা বিষয়ে কোন সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট এরিয়া/বিভাগীয় প্রধানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। **সিএমসি-এর** (অটোমেটিক ভল্ট এলার্ম) **সার্বক্ষণিক মোবাইল নং- ০১৭৯৯৯৮৮৪৯৭, ০১৭৯৯৯৮৮৪৯৮, ০১৭৯৯৯৮৮৪৯৯**। গার্ডদের পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর/বিকল্প মোবাইল নম্বরসহ সকল তথ্য ডিউটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তাদের মোবাইল নম্বর শাখা ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপকের মোবাইলে সেইভ করে রাখতে হবে এবং মোবাইলে সময় সময় ব্যাংক গার্ড/ নিরাপত্তা কর্মীদের খোঁজ নিতে হবে। নিকটস্থ মসজিদের ইমাম সাহেব ও তার সহযোগীগনের মোবাইল নম্বর সংরক্ষন ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাতে দূর্ঘটনা পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে মাইকিং এর মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায়।

১১. দায়িত্ব পালনকালে কারো সাথে আলাপে মশগুল বা অন্য দিকে খেয়াল করা চলবে না। অধিক সময় মোবাইল ফোনে আলাপরত থাকা যাবে না।

১২. ডিউটিরত অবস্থায় একমাত্র নিরাপত্তার দায়িত্বে ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাবে না। শাখায় আগত গ্রাহক/অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা/গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সন্দেহজনক কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সাথে সাথে তা শাখা ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

১৩. দায়িত্বরত অবস্থায় সর্বদা শাখার নিরাপত্তা ও অস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শাখার বন্দুক/আগ্নেয়াস্ত্রসহ কার্তুজ/গুলি পর্যাপ্ত ও কার্যকর কিনা তা প্রতি বছর থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

১৪. শাখা, অফিস ও এ টি এম বুথের সিসি টিভি (যদি থাকে) যথাযথভাবে সচল রাখা, মনিটরিং করা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা, যাতে সিসি টিভির ধারণকৃত ছবি পরিষ্কারভাবে আসে। সিসি টিভির ব্যাক-আপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. রাত্রীকালীন ব্যাংক ভবনে পর্যাপ্ত সিকিউরিটি আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। শাখায় ব্যবহৃত থ্রী-পিন সকেটে কোন মতেই ক্ষমতার অতিরিক্ত ইলেকট্রিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা যাবে না। শাখায় ব্যবহৃত ইউপিএস, প্রিন্টার, এসি, প্যাডেস্টাল ফ্যান ইত্যাদিতে যাতে লুজ কানেকশন না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব স্থানে বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে সে সব স্থানে সহজে দাহ্য হয় এমন বস্তু রাখা যাবে না। যেসব স্থানে টিউব লাইট জ্বলে সেগুলো ত্রুটি মুক্ত কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহন ছাড়াও ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৫৭২/১৪ তারিখ-১৪/১২/২০১৪, এইচআরডি এর পত্র সূত্র নং-এইচআরডি/নিরাপত্তা/১০/২০১৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি(পি-৩)/৭৪৪(বিবিধ) ২০১৪-৮১৯৭ তারিখ-২৪/১২/২০১৪ এর প্রেক্ষিতে এইচআরডি এর পত্র সূত্র নং-এইচআরডি/নিরাপত্তা/১২/২০১৪ তারিখ-১৫/০১/২০১৫, এইচআরডি/ নিরাপত্তা/০৮/২০১৫ তারিখ-১৪/১২/২০১৫ ও এইচআরডি/নিরাপত্তা/০৯/২০১৬ তারিখ-১৬/০২/২০১৬ সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/ ০৯/২০১৭ তারিখ-২৪/০৮/২০১৭, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৯-১/২০১৭ তারিখ-২০/০৯/২০১৭, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/১০/২০১৭ তারিখ-০৫/১১/২০১৭, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/ ১২/২০১৭ তারিখ-১৪/১২/২০১৭, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/১৩/২০১৭ তারিখ-২৪/১২/২০১৭, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০১/১৮ তারিখ-২০/০৩/২০১৮, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/ ০৭/১৮ (বি-১২/এ-৪৯/কর্পো:১-২৮/কর্পো:২-৭৭/লো:অ:-১/জ:ভ:কর্পো:-১/শাখা-৯১২), তারিখ-২৭/০৮/২০১৮, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৯/১৮(বি-১২/এ-৪৯/কর্পো:১-২৮/কর্পো:২-৭৭/লো:অ:-১/জ:ভ:কর্পো:-১/শাখা-৯১২), তারিখ-০৯/১২/২০১৮,সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৩/১৯,(বি-১২/এ-৪৯/কর্পো:১-২৮/কর্পো:২-৭৭/লো:অ:-১/জ:ভ:কর্পো:-১/শাখা৯১২),তারিখ১২/০৩/২০১৯, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০৮/১৯, (বি-১২/এ-৪৯/কর্পো:১-২৮/কর্পো:২-৭৭/লো:অ:-১/জ:ভ:কর্পো:-১/শাখা-৯১৩) তারিখ-২৮/০৫/২০১৯, সিঃডিঃ/নিরাপত্তা/০১/২০২০ (গ্রেড:১-৪:৮০৪/কর্পো:১-২৮/কর্পো:২-৭৭/স্পে.কর্পো:-২/শাখা-৯১৫) তারিখঃ ১১ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশাবলী যাতে পুংখানুপুংখভাবে পরিপালিত হয় সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

০৫/০৫/২০২১

(মেজর মোঃ জিয়াউর রহমান (অব:))
চীফ সিকিউরিটি অফিসার

অনুলিপিঃ

১। পিএস টু সিইও এন্ড এমডি, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। পিএস টু ডিএমডি (এইচআর), জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। পিএ টু জিএম(এইচআর)/জিএম(এষ্টেট), জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। পিএ টু সেক্রেটারী (বোর্ড অব ডিরেক্টর), জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।